[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মঙ্গলবার আনুমানিক রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টার মধ্য সময়ে চুরি হয় বলে জানাগেছে। শাকিল উপজেলার লোকনাথপুর বাস স্ট্যান্ড পাড়ার মৃত মজিবর রহমানের ছেলে।

সরজমিনে স্থানীয় সুত্রে জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী গ্রামের গোরস্তানের অদূরে দামুড়হুদা দর্শনা মহাসড়কের পাশে শাকিল রাইচমিলের পল্লী বিদ্যুতের সংযোগকৃত দর্শনা- ২বি ৫২০৩০১ নং পোলের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের ৩টা ট্রান্সফার্মা চুরি করে নিয়ে যাই চোরের দল।

পোল থেকে ট্রান্সফার্মার হেঙ্গারের হ্যাজবল খুলে নিচে মাটিতে নামিয়ে ট্রন্সফর্মার ভেতরে থাকা তামা ও তেল নিয়ে পালিয়ে যাই তারা। এসময় ট্রন্সফর্মার ক্যাচিং ও ভিতরে থাকা টিনের কোর ফেলে গেছে। চুরির সময় ট্রন্সফর্মায় দড়ি বেঁধে নিচে নামিয়েছে। প্রতিটি ট্রন্সফর্মার মূল্য ৭৫ হাজার ৮শত ৫০ টাকা।

সকাল ৭টার দিকে রাইস মিলের হেলপার মনিরুল ইসলাম মিলটি খোলে। তখন বিদ্যুৎ ছিল না। সে মনে করেছিল হয়তো বিদ্যুৎ চলে গেছে। এরপর সকাল ৮টার দিকে রাইচ মিলের মিস্ত্রি দর্শনা আজিমপুরের শ্রী ঈশ্বর অরুন চন্দ্র বিশ্বাস এর ছেলে শ্রী উত্তম চন্দ্র রাইস মিলে প্রতিদিনের ন্যায় কাজ করতে আসে। এসে দেখে বিদ্যুৎ নাই। সেও ভেবেছিল হয়তো বিদ্যুৎ চলে গেছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে লোকনাথপুর গ্রামের রাসেল শাহ্’র মাধ্যমে প্রথম জানতে পারে সংযোগকৃত বৈদ্যুতিক পোলের ৩টি ট্রান্সফরমা চুরি হয়ে গেছে। খবরপেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ এবং পল্লী বিদ্যুতের দর্শনা অফিসের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দর্শনা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের লাইন ম্যান ইমরান হোসেন বলেন, এটা পরিকল্পিত চুরি। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মেন লাইনের কাটাউট খুলে সংযোগ বন্ধ করে এই চুরি করেছে। ট্রন্সফর্মারের হেঙ্গারের হ্যাজবল খুলে নিচে মাটিতে নামিয়ে ট্রন্সফর্মার ভেতর থেকে টিনের কোর খুলে কপারগুলো বা তামাগুলো নিয়ে পালিয়ে গেছে। ট্রন্সফর্মার ক্যাচিং এর ভেতর যে তেল থাকে সেটাও নিয়ে গেছে। বাদবাকি সব ফেলে থুয়ে গেছে। মুলত কপার অর্থাৎ তামা এবং তেল চোরেরদল নিয়েগেছে। ট্রন্সফর্মার ৩টা খুলতে আনুমানিক তাদের প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগতে পারে। ৩টি ট্রন্সফর্মার মধ্যে ২টা টিএস কোম্পানির এবং ১টা কনফিডেন্স কোম্পানির।

শাকিল রাইচ মিলের স্বত্বাধিকারী শাকিল আহসান বিদেশে থাকায় রাইচ মিলটি দেখাশুনার ও দায়-দায়িত্বে আছে শকিলের স্ত্রী’র ভাই জয়রামপুর গ্রামের মোস্তফা কামালের ছেলে তানভীর রহমান।

তিনি বলেন, রাইস মিলটি চালু করার জন্য জমি থেকে শুরু করে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়া পর্যন্ত প্রায় ২২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে পল্লী বিদ্যুতের পোল এবং ট্রন্সফর্মা কেনা হয়েছে। এখন নতুন করে ট্রান্সফরমা বসাতে গেলে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রতিটা ট্রান্সফরমা ছিল ১৫ কেভির। রাইস মিলটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকা এবং নতুন করে ট্রান্সফরমা না বসানো পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকবে মিলটি। এখানে মিস্ত্রি হেল্পার সহ মোট তিনজন লোক কাজ করে।

দর্শনা পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের জুনিয়র ইন্জিনিয়ার ওমর ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ডুগডুগী শাকিল রাইচ মিলের বিদ্যুৎ সংযোগকৃত পোল থেকে ৩টা ট্রান্সফরমা চুরি হয়ে গেছে। যদি প্রথমবার চুরি হয় তাহলে গ্রাহকের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করলে নতুন করে ট্রান্সফর্মা দেওয়া হয়। আর যদি ২য় বার চুরি হয় তাহলে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে ট্রান্সফরমা নিতে হয়। এখন তাদের প্রথমবার চুরি হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই ফাইল পত্র দেখতে হবে।

আমাদের দর্শনা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের পক্ষ থেকে আগামীকাল বুধবার দামুড়হুদা মডেল থানায় একটা এফআইআর করা হবে। যে ট্রান্সফরমা গুলো চুরি হয়েছে তার প্রতিটির ওজন আনুমানিক ১৩৫কেজি হবে। এর মধ্যে ৩৫কেজি তেল থাকে। তবে যারাই এধরণের দুঃসাহসিক চুরির কাজ করে তারা খুব বেশী দামে এসব বিক্রয় করতে পারেনা। ট্রান্সফরমার মধ্যে যে তেল থাকে সেটা ট্রান্সফরমার কাজে ছাড়া ব্যাবহার হয়না। কেউ যদি আগুন ধরানোর কাজে ওই তেল ব্যাবহার করে তাহলে করতে পারে। মূলত ট্রান্সফরমার কাজে ছাড়া ওই তেল ব্যাবহার হয়না।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ইন্সপেক্টর অপারেশন সফিউল আলম বলেন, বিষয়টি জানার পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে, আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলমান এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কুকুরের কামড়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু রেখে ব্যপক হােও কুকুরের টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সকল কুকুরকে ৩ রাউন্ড টিকা প্রদান করা গলে জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে বীজ আখ কাটার পরিদর্শন, চেয়ারম্যান অপু

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজ পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) দুপুর ১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ আকন্দবাড়িয়া কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজের পরিদর্শন করেন।এবং সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করে।

এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। আমরা পরীক্ষা মৃলক চাল্লাচ্ছি। এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন করলে মাটির নীচ থেকে আখ কাটা হচ্ছে আমরা একর প্রতি ৫ টন আখ বেশি পাবো।
এ হারভেষ্টার মেশিনে একদিকে লেভার সংকট থেকে মুক্তি পাবো অপরদিকে সময় কম লাগবে। যার ফলে চিনির আহরনের সক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কাটলে চিনির আহরনও বেশি পাবো।তাই আগামীতে আমরা হারভেষ্টার দিয়ে আখ কাটার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।আগামীতে চাষীরা বেশি করে আখ লাগায় সেজন্য আমরা আখের মৃল্যে টন প্রতি ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা করার চিন্তা করছি।আগামীতে কেরুজ চিনিকলটি ঘুরে দাঁড়াবে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ

হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না। শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে মেশিনটি বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে।

এ বীজ আখ পরিদর্শন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা,মাহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ) আবু সাঈদ, আবু তালহা।

মেহেরপুরে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নতুন কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের নবগঠিত কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে মল্লিকপাড়া দারস্ত নিজ কার্যালয়ে এ কমিটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল আহম্মেদ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সকল সদস্যদের শপথ বাক্যপাঠ করান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, নির্বাচন কমিশনার এ্যাড. মো: মোখলেছুর রহমান ও নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) মো: আব্দুল মালেক।

উল্লেখ্য,গত শনিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনিবার্হী কমিটি গঠন কার হয়।

কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি হাজী মো: গিয়াস উদ্দীন, সহ-সভাপতি মো: রফিক-উল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী মো: আব্দুস সামাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী কে.এম ফজলুল করিম, অর্থ

সম্পাদক মো: আব্দল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আব্দুল মজিদ, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মীর রওশন আলী মনা, প্রচার প্রকাশনা তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো: আমানুল্লাহ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছা: নিলুফার বানু, নিবার্হী সম্পাদক মো: মশিউর রহমান (মজনু), মো: আশাবুল হক, মো: আলেক সাইফুল্লাহ, মো: ফজলুল হক, মো: সামসুল আলম, মো: ইউসুফ হোসেন, আব্দুস সালাম ও শ্রী রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলা ইশারা ভাষা দিবস উপলক্ষে হুইল চেয়ার বিতরণ

বাংলা ইশার ভাষার প্রচলন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির জীবনমান উন্নয়ন এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় বাংলা ইশারা ভাষা দিবস উপলক্ষে হুইল চেয়ার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজার সভাপতিত্বে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ও হুইল চেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন,ভাষা আন্দোলনের মাসে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রে বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানান তিনি। জেলায় বাংলা ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও ইশারা দিবসের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মুছাবেববুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সাদাত হোসাইন সহ জেলা প্রশাসকের কর্মকর্তা ও জেলা সমাজসেবা কার্যলয়ের কর্মকর্তা বৃন্দ উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বাংলা ইশারা ভাষা দিবসের আলোচনা সভা

“বাংলা ইশারা ভাষার প্রচলণ, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কুষ্টিয়ায় বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবদুল কাদের এর সভাপতিত্ব এসময় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মুরাদ হোসেনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, জিপি এ্যাড. আ স ম আক্তারুজ্জামান মাসুম, শহর সমাজসেবা অধিদপ্তর সমন্বয় পরিষদের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফা, কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংগঠনের সভাপতি ও কাউন্সিলর মোঃ সাইফ-উল-হক মুরাদ, জেলা প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক ডা: কমলেশ সাহা এবং কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ভাষা ব্যবহাররের বিবেচনায় বাংলা ইশারা ভাষা দেশের ২য় বৃহত্তম ভাষা। বাংলা ইশারা ভাষা শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের মৌলিক ভাষা। ভাষাভিত্তিক প্রতিবন্ধিকতাই শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা। তাই শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার ও মর্যাদা পূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার জন্য বাংলা ইশারা ভাষার প্রচার ও বিকাশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

কুষ্টিয়া মুক ও বধির সংগঠনের নেতারা বলেন, আমাদের ইশারা ভাষাটা চালু হলে আমরা সমাজে সবার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবো। আমাদের মতো অনেক শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী আনাচে কানাচে রয়েছে। তাদের জন্য ইশারা ভাষার বই প্রকাশ করে তাদের মাঝে বিতরণ করলেও তারাও উপকৃত হবে। ইশারা ভাষাকে জনপ্রিয় করা এবং সকল সরকারী অফিস আদালতে ইশারা ভাষা জানা ব্যক্তিদের রাখার দাবী জানান। এছাড়াও সকলের কাছে এই ইশারা ভাষা পৌছে দিতে গণমাধ্যমসমূহকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

পরে আলোচনা সভা শেষে মুক ও বধিরদের মাঝে সহায়ক সামগ্রী বিতরন করা হয়।

দামুড়হুদায় জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলে কুকুরের টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কন্ফারেন্স রুমে

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার উদ্যোগে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।